যুগান্তর

তারিখ 30 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

উত্তরপত্রে কিছু না লিখিয়াই

ডিগ্রি পরীক্ষার গণিত বিষয়ের উত্তরপত্রে তেমন কিছু না লিখিয়া রাজশাহী কলেজের ৯৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছে– জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরী সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে পরীক্ষকদের অলৌকিক কোন নজরে 'কৃতী' পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের বহর ধরা পড়ে নাই। প্রকৃতপক্ষে ছাত্ররা পরীক্ষার হলে বসিয়া সুবোধ বালকের মতো পরীক্ষা দিয়াছে। পরিদর্শদের নিকট এই কেন্দ্রটি হয়তো নকলমুক্ত পরীক্ষার আদর্শ হিসাবেই বিবেচিত হইয়াছে। এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিশালী ভিজিলেন্স টিমের সদস্যদের প্রতিবেদনেও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কিন্তু উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা যে বাহির হইতে সযত্নে হীরস্থিরভাবে লিখিত খাতা বিশেষ ব্যবস্থায় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে পারিয়াছে, একজন অকৃতকার্য ছাত্র অভিযোগ না করিলে সেই বিষয়টি হয়তো চিরকাল অজানাই থাকিয়া যাইত। পরীক্ষায় নকলের ব্যাপকতা কলেজ ও কেন্দ্রের জন্য বদনাম ডাকিয়া আনে। সংবাদপত্রে লেখালেখি হয়। মাঝে মধ্যে উচ্চ মহলে জবাবদিহিরও প্রয়োজন পড়ে। রাজশাহী কলেজ এই সকল ঝামেলা এড়াইবার অভিনব কৌশল দেখাইল বটে! পরিদর্শকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ব্যতিরেকে এত সংখ্যক ছাত্র সংগোপনে এমন গুরুতর অপরাধ সংঘটিত করিতে পারিত না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কার্যক্রমের আওতায় এই বিষয়টিও গুরুত্ব পাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। এই ধরনের কারচুপির সুযোগের পশ্চাতে কোন লেনদেন কাজ করিয়াছে নাকি কেবলই শিক্ষক ও পরিদর্শকদের স্নেহ-প্রীতি ক্রিয়াশীল ছিল তদন্তে উহাও হয়তো প্রকাশ পাইবে। নকলের ব্যাপকতা রোধে সরকারের কঠোর মনোভাব সকলের প্রশংসা পাইয়াছে। এসএসসি ও এইচএসসিতে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করা হইয়াছে প্রায় ৮০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে। এই দুইটি পাবলিক পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের জন্য নকলের কড়াকড়িকে কেহ কেহ দায়ী করিলেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অন্য কোন পন্থার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু রাজশাহী কলেজের মতো এমন নিপুণ উপায়ে নকলের ব্যবস্থা থাকিলে নকল বন্ধের যাবতীয় উদ্যোগই ভণ্ডুল হইতে বাধ্য। এমন গুরুতর অপরাধ শুধু যে একটিমাত্র কলেজেই সংঘটিত হইয়াছে উহাও কী নিশ্চিত করিয়া বলা যায়? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তে প্যান্ডোরার বাক্সে একটি কালব্যাধি ধরা পড়িয়াছে। এই ধরনের অপরাধের আরও যেই সকল অভিযোগ রহিয়াছে উহারও জরুরি তদন্ত আবশ্যক। অপরাধের সহিত জড়িত প্রতিটি ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত।

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রম সংস্কার, ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করা হইতেছে। নকল প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি আগামীতে আরও কঠোর হইবে বলিয়া ধারণা করা যায়। কিন্তু বাহির হইতে উত্তরপত্র লিখিয়া নির্বিঘ্নে জমা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলে কোন পদক্ষেপই কাঙ্ক্ষিত ফল দিবে না।